ভালবাসার দায়

জসিম মল্লিক

১.

যে কোনো আলোচনায় আমি যখন নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকি তখন নিজেকে বোকা বোকা লাগে। এই যে মানুষ এত কথা বলে, কেউ পন্ডিতের মতো, কেউ দার্শনিকের মতো, কেই ধূর্তের মতো, কেউবা বোকার মতো, শুনে শুনে আমার তাক লেগে যায়। কখনও কখনও ভোম্বল হয়ে যাই। চিবিয়ে চিবিয়ে, হেসে হেসে, স্টাইল করে, হাত নেড়ে নেড়ে, নানা বাচন ভঙ্গি করে মানুষ কথা বলেই যাচ্ছে। যদিও বেশির ভাগ আগড়ুম বাগড়ুম। ফেলে দেওয়ার মেতো। তবুও কথা তো! কেউ যখন কথা বলেই যায় তখন আমি বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে কী বলছে শোনার চেষ্টা করি। বোঝার চেষ্টা করি। বুঝদারের মতো মাথাও নাড়ি। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সফল হই না। আমি তাকিয়ে ছিলাম বটে বক্তার ঠোঁট নাড়ার দিকে কিন্তু সে কী বলছে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়নি। আমি হয়ত তখন অন্য কারো কথা ভাবছিলাম। এ রকম হয় প্রায়ই। পরে কখনও সেই বক্তার সাথে দেখা হলে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। যদি সে পুরনো প্রসঙ্গ টেনে আনে তাহলে আমি কিছুই বলতে পারবো না। সে হয়ত অনেক জরুরী কিছু বলেছিল। অথচ জরুরী কথাগুলো আমার শোনা হলো না! কত জরুরী কাজইতো আমরা করি না তবুও কী জীবন থেমে থাকে!

আমি শ্রোতা হিসাবে ভাল বলে আমাকে কাছে পেলে বক্তার কথা আর শেষ হতে চায় না। শুধু বলেই যায়। যার যতটুকু ভান্ডারে আছে সে তা উজার করে ঢেলে দেয়। লেখক, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা বলে যায়। সবাই বিশেষজ্ঞ। তারচেয়ে আর কেউ এ বিষয়ে বেশি জানেনা। আবার কেউ কেউ নিজেই নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ। আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের পরিমিতিবোধ হারিয়ে যায়। এমন না যে আমরা একে অপরকে জানি না, তবুও আমরা অপরকে কম বুদ্ধিমান মনে করি। আমার জ্ঞানের পরিধি কম হলেও আমার অবজারভেশন খুব ভাল।

২.

আমি মোটেও ফোকাসড নই। স্বভাবে অর্ন্তমুখি। এই যে এত কিছু হচ্ছে চারিদিকে নাচ-গান, কবিতা, আলোচনা-সমালোচনা, সম্বর্ধনা, ঝগড়া-বিবাদ, প্রেম-ভালবাসা, বিচ্ছেদ তার অনেক কিছুই আমি অবহিত নই অথচ এসব থেকে কত কী শেখার আছে! বোঝার আছে!! আমি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি এইসব মূল্যবান ইভেন্ট থেকে। আবার ভাবি কত কিছুইতো জীবনে শেখা হবে না তাই বলে

তো জীবন থেমে থাকবে না! তাছাড়া এটা না হলে আমার চলবে না, ওকে না পেলে বাঁচবো না এ রকম কখনও আমার মনে হয় না। আমি আসলে অন্যদের মতো নিজেকে মেলে ধরতে পারি না। অনেকে এই ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়! রাস্তা দিয়ে যখন আমি হেঁটে যাই তখন কারোরই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি না। যখন কোনো নামকরা লোককে দেখে হেসে দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করি তখন তারা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! হয়ত ভাবে কে এই লোকটা! আগে কি কখনও দেখেছি!

সেদিন আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। সে খুবই লেখাপড়া জানা একজন মানুষ। কিন্তু কখনও পান্ডিত্য জাহির করে না বা ফ্রী জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করে না। বা সে কখনও আমার লেখালেখি নিয়ে কিছু জানতে চায় না। যা আমাকে স্বস্তি দেয়। সেদিন তার ওখানে আর একজন ছিলেন। নানা বিষয় নিয়ে তারা কথা বলছিল। আমি যথারীতি শ্রোতার ভূমিকায়। তারপরও সেদিন আমি কথা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমি আসলে কথার পিঠে কথা বলে অন্যকে পরাস্ত করতে পারি না। আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাই। কিছু বলতে না পেরে ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পরি। সেদিনও তাই হয়েছিল।

৩.

কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিলাম আমি জীবনকে প্রলম্বিত করার কোনো 'লক্ষ্য' খুঁজে পাচ্ছি না। লক্ষ্য বলতে আসলে আমি মনো-জাগতিক কিছু একটা হয়ত বুঝাতে চেয়েছিলাম। আমার এই কথার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দেখার মতো। আসলে আমরা সবকিছুকে হালকা আর স্থুলভাবে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। মনোজগতের গভীরে প্রবেশের চেষ্টাটাই আমাদের নেই। বস্তুত আমরা কেউ কাউকে বুঝিইনা। সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য আমরা এখন মরিয়া। যার যেটা ক্ষেত্র না সে তাই করছি। সবকিছু এখন উল্টো পাল্টা চলছে। যারা সত্যিকার মনোজগতের সন্ধ্যানে ব্যপৃত তাদের জন্য মন্দ সময় যাচ্ছে।

আমার একজন প্রিয় লেখক একবার বলেছিলেন, যারা লেখক বা শিল্প সংস্কৃতির সাধনা করেন তাদের মাথায় যদি সবসময় এটা থাকে যে আমিই সেরা বা সবচয়ে জনপ্রিয় তাহলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। সে তার কমিটমেন্ট থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রথমেই তাকে মননশীলতার প্রকাশ ঘটাতে হবে। একজন শিল্পী বা একজন লেখক সে তার নিজের আনন্দের জন্য যেমন নিবেদিত থাকবে তেমনি তার একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। ভালবাসার একটা দায় আছে।

jasim.mallik@gmail.com

Toronto